ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.

(৫৪১-৬০০ হিজরি)

দাজ্জাল

চিনুন

নিরাপদ থাকুন

অনুবাদ

মুফতি ইলিয়াস খান

অনুবাদক পরিচিতি

মুফতি ইলিয়াস খান। অত্যন্ত বিনয়ী, অমায়িক ও কোমল হৃদয়ের মানুষ। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলেন। তিনি ২৮-১২-১৯৯৬ ইং সালে পাবনার সাঁথিয়া থানার অন্তর্গত করিয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নয়াবাড়ি কাশিনাথপুর হাফিজিয়া কওমিয়া মাদরাসা থেকে কুরআনুল কারিম হিফজ করেছেন। এরপর জামিআ ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ি মাদরাসায় ইবতিদায়ী থেকে দাওরা পর্যন্ত লেখাপড়া করেন এবং সেখানেই উলুমুল হাদিস বিভাগে উচ্চতর লেখাপড়া সমাপ্ত করেছেন। তারপর তালিমুল হিকমাহ রায়েরবাগ, ঢাকা থেকে ইফতা বিভাগে উচ্চতর লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। বর্তমানে তিনি বাইতুত তাকওয়া জামে মসজিদের (ছোট পাইটা, ডেমরা, ঢাকা) ইমাম ও খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম (বামৈল, ডেমরা, ঢাকা) মাদরাসায় কিতাব বিভাগে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দরস তাদরিসের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন। উস্তাদদের মনে রয়েছে তার প্রতি বিশেষ স্নেহ ও মুহাব্বত। তিনি অত্যন্ত ধী শক্তির অধিকারী। শিক্ষা জীবনে মেধা তালিকায় সবসময়ই তিনি প্রথম সারিতে থাকতেন। সব বিষয়ে তিনি স্বচ্ছতা পছন্দ করেন। দায়িত্বের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা পছন্দ করেন। তাহকিকপূর্ণ লেখা লিখতে পছন্দ করেন। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে এবং তার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করেন, আমিন।

মো. ইসমাইল হোসেন
পরিচালক
পথিক প্রকাশন

দাজ্জাল চিনুন নিরাপদ থাকুন

মূল

ইমাম আব্দুল গণী মাকদিসি রহ.

অনুবাদ

মুফতি ইলিয়াস খান
মুহাদ্দিস, জামিআ কারীমিয়া দারুল উলুম,
ডেমরা, ঢাকা।

সম্পাদনা

মুফতি মাহদী খান

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু সহিহ হাদিস

[১] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ:" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ، قَالُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا - قَالَ ثَوْرٌ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ - الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ.

তোমরা কি এমন শহর সম্পর্কে শুনেছো যার একদিকে স্থলভাগ আর অন্যদিকে জলভাগ? তারা বললো, হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না ইসমাঈল আলাইহিস সালাম-এর সন্তানদের সত্তর হাজার লোক তাদের সাথে যুদ্ধ না করবে। তারা এই শহরে এসে পৌঁছবে এবং তারা কোন অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করবে না; বরং তারা লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলতেই এর এক প্রান্ত ধসে যাবে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলবে, এতে শহরের অপর প্রান্ত ধসে যাবে। এরপর তৃতীয়বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার বলার সাথে সাথে তাদের জন্য শহরের দ্বার খুলে দেওয়া হবে আর তারা তাতে প্রবেশ করবে। যখন তারা গনিমতের সম্পদ ভাগাভাগীতে ব্যস্ত হবে, তখন কেউ উচ্চঃস্বরে

বলবে, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটেছে। এ কথা শুনেই তারা ধন-সম্পদ ফেলে রেখে ফিরে যাবে।[১]

[২] ক. ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে মাসিহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، إِلَّا أَنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ.

নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। আর দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে। যেন সেটা ফুলা আঙ্গুর।[২]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْعَرَبِ يُدْخُلُهُ الدَّجَّالُ الْبَصْرَةَ.

আরব শহরগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম দাজ্জাল বসরাতে প্রবেশ করবে।

[৩] আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلَّا أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ.

প্রেরিত প্রত্যেক নবিই তার উম্মতকে কানা মিথ্যুক দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। জেনে রেখো! সে কানা এবং তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) كَافِر (কাফির) লেখা থাকবে।[৩]

[৪] হুযাইফা ইবনু আসিদ আল-গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছিলাম, এমন সময় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন,

---

[১] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯২০; আল-মুসতাদরাক, হাকিম: ৪/ ৪৭৬।

[২] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৩৪৩৯; আস-সহিহ, মুসলিম: ১/২৭৪।

[৩] হাদিস: সহিহ। আস-সহিহ, বুখারি: ৭১৩১; আস-সহিহ, মুসলিম: ৪/২৯৩৩।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

লা হাওলা ওয়া-লা কুওওতা ইল্লা বিল্লাহ

হে আল্লাহ! আমাদের জন্য বিষয়টি সহজ করুন!

[১] আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে একটি দলের সাথে ইবনু সাইয়্যাদ-এর দিকে গেলেন। তারা তাকে বনু মাগালার একটি দূর্গের নিকট বালকদের সাথে খেলাধুলা করা অবস্থায় পেলেন। তখন ইবনু সাইয়্যাদ বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছেছে। সে টের পাওয়ার আগেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে তার পিঠে আঘাত করলেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন,

أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ فَقَالَ لَهُ: مَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ.

তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসুল? ইবনু সাইয়্যাদ তার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি উম্মীদের রাসুল। অতঃপর সে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসুল? তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর রাসুলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর